মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১০২

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৩. দ্বিতীয় ‘অনুচ্ছেদ - তাকদীরের প্রতি ঈমান

باب الإيمان بالقدر ـ الفصل الثاني

আরবী

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه

বাংলা

১০২-[২৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময়ই এ দু’আ করতেনঃ ’’হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর দৃঢ় রাখ’’। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার ওপর এবং আপনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, তার ওপর ঈমান এনেছি। এরপরও কি আপনি আমাদের সম্পর্কে আশংকা করেন? জবাবে তিনি বললেন, কেননা ’ক্বল্‌ব, আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ- তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে রয়েছে)। তিনি যেভাবে চান সেভাবে (অন্তরকে) ঘুরিয়ে থাকেন। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[1]

English

Chapter: Belief in the Divine Decree - Section 2

Anas reported that God’s messenger often said, “O Thou who turnest the hearts about, establish my heart in Thy religion.” Anas said, “Prophet of God, do you fear for us who believe in you and in your message?” He replied, “Yes. The hearts are between two of God’s fingers and He turns them about as He wills.”

Tirmidhi and Ibn Majah transmitted it.

ফুটনোট

[1] সহীহ : তিরমিযী ২০৬৬, ইবনু মাজাহ্ ৩৮২৪ (সহীহ সুনানুত্ তিরমিযী)। ইমাম তিরমিযী জামি‘ আত্ তিরমিযীর ২/২০ নং এ হাদীসটির হুকুম সম্বন্ধে বলেছেন : হাদীসটি হাসান। আলবানী (রহঃ) বলেন : হাদীসটি মুসলিমের শর্তসাপেক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰى دِينِكَ) ‘‘হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তর তুমি তোমার দীনের উপর অবিচল রেখো।’’ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু‘আ বেশী বেশী করতেন। প্রশ্ন হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর আল্লাহর দীন থেকে পরিবর্তন হয়ে অন্য কোন দিকে চলে যাওয়ার আশংকা কখনোই ছিল না। তাকে আল্লাহ হিফাযাত করেছেন, তারপরও এ দু‘আ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তরঃ উদ্দেশ্য হলো, তার উম্মাতকে শিক্ষা দেয়া।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54661

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন